ভোটার তালিকা প্রণয়নঃ প্রস্তাবিত পদ্ধতির পর্যালোচনা

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক' (২ জুন ২০০৭)

ভূমিকা

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ পূর্বশর্ত হচ্ছে একটি যথাসম্ভব নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য ভোটার তালিকা। গত ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় নির্বাচন বাতিলের অন্যতম কারণ ছিল ভোটার তালিকা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক। সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, "সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরুপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে।" নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা তৈরীর লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য কমিশন প্রস্তাবিত পদ্ধতির পর্যালোচনা।

নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাব

ভোটার তালিকা নিয়ে সকল বিতর্কের অবসানের লক্ষ্যে আমরা 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক'-এর পক্ষ থেকে অনেক দিন আগে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের প্রস্তাব উত্থাপন করি। আরো বহু সংগঠন এবং ব্যক্তিও এ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোও এ ব্যাপারে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে। ফলে ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরির পক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি হয়। এই জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি ছবিসম্বলিত ভোটার তালিকা প্রণয়নের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সংবাদপত্রের তথ্য অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশন হাল নাগাদ করার পরিবর্তে সেনাবাহিনীর সহায়তায় নুতন করে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কমিশন প্রাথমিকভাবে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যাওয়ার পরিবর্তে সারা দেশের প্রায় ৬০ হাজার (সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী ১ লাখ) ভোট কেন্দ্রে ক্যাম্প স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে ১২ হাজার তথ্য সংগ্রহকারী টিম গঠন করা হবে। ভোটারগণ ক্যাম্পে এসে যথাযথ ফরম পূরণ করে, ছবি তুলে এবং আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে ভোটার হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন। কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, এ প্রক্রিয়ায় একটি সুষ্ঠু ও নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি করতে আনুমানিক ১৮ মাস সময় লাগবে।

সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে সকল নিবন্ধিত ভোটারদেরকে (অর্থাৎ ১৮ বছরের বেশি বয়স্ক নাগরিকদের) জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করবেন। জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে ভোটারগণ ১২টি ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাবেন। এসকল ক্ষেত্রগুলো হলো ব্যাংকে হিসাব খোলা, পাসপোর্ট করা, ভিজিএফ কার্ড, রেশন কার্ড, কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি, সন্তানদের স্কুলে ভর্তি, গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানি-টেলিফোনের সংযোগ, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ত্রাণ ইত্যাদি।

ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ, ১৯৮২-এ ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরির কোন বিধান নেই। এ ছাড়াও অধ্যাদেশের ৭(৭) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গুরুতর ভুলভ্রান্তির জন্য শুধুমাত্র কোন নির্দিষ্ট এলাকা বা নির্বাচনী এলাকার জন্য পুরানো তালিকা বাতিল করে নুতন করে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা যায়। সারা দেশের জন্য নুতন করে ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিধান আইনে নেই, যদিও অধ্যাদেশের ১১ অনুচ্ছেদে প্রত্যেক জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে ভোটার তালিকা রিভাইজ করার বিধান রয়েছে এবং পদ্ধতির দিক থেকে ভোটার তালিকা নুতন করে প্রণয়ন এবং রিভাইজ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ ছাড়াও জানুয়ারি ২০০৬-এ প্রদত্ত রায়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ নির্বাচন কমিশনকে ২০০০ সালে প্রণীত তালিকাকে ভিত্তি করে ভোটার তালিকা হালনাগাদ এবং ডেটাবেজ তৈরি করার নির্দেশ প্রদান করেন। আদালতের নির্দেশ ও আইনী বিধানজনিত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে কমিশন সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশটি সংশোধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যাওয়ার পরিবর্তে ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে ভোটার তালিকা তৈরির ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে আপত্তি উত্থাপন করা হয়। নাগরিক সমাজের অনেকেও এর বিরোধিতা করেন। বিরোধিতার পেছনে যুক্তি হলো যে, এর মাধ্যমে অনেক ভোটার বাদ পড়ে যাবে এবং নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরির উদ্দেশ্য বিফল হবে।

এ সকল বিরোধিতার কারণে নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নেয় যে, কমিশনের পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের ফরম পৌঁছে দেয়া হবে। সে ফরম পূরণ করে নির্ধারিত দিনে ভোটারগণ কমিশন স্থাপিত কেন্দ্রে এসে ছবি তুলে ভোটার হওয়ার ও জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন।

আরো সম্প্রতি কমিশন ছবি না তুলেও শুধুমাত্র যথাযথ ফরম পূরণ করে ভোটার হওয়া যাবে এমন সম্ভাবনার কথা বলেছেন। কিন্তু যারা ছবি তুলবেন না তারা জাতীয় পরিচয়পত্র পাবেন না। তবে এটি হবে, যদি চুড়ান্তভাবে গৃহীত হয়, কমিশনের আগের সিদ্ধান্ত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যত্যয়।

ভোটারদের বাড়ি বাড়ি না যাওয়ার পেছনে কমিশনের যুক্তি হলো যে, ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরি করার জন্য কম্পিউটার ও ক্যামেরাসহ যে সকল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হবে তা সব বাড়িতে বহন করে নিয়ে যাওয়া দুরুহ হবে। আর ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যেতে হলে ভোটার তালিকা তৈরির জন্য ১৮ মাসের বেশি সময় লাগবে।

পাইলট প্রজেক্ট

আগামী ১০ জুন থেকে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর পৌরসভায় ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরি ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়নের পাইলট প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী শ্রীপুর পৌরসভার মোট ভোটার ৪৪,৬৮৭ জন। এর জন্য ১৬ থেকে ২২ টি ভোটার নিবন্ধন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এর জন্য ১২০ জন তথ্য সংগ্রহকারী ইতোমধ্যে নিয়োগ করা হয়েছে। পাইলট প্রকল্পের জন্য ২৫ লাখ টাকার বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে। এরই মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রস্তুতি সভাও সম্পন্ন করা হয়েছে।

পাইলট প্রকল্পের মেয়াদ কাল ২০ দিন। প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত নিবন্ধন কেন্দ্রে কাজ চলবে। ছবি তোলার আগের দিন প্রত্যেক ভোটারদের বাড়ি গিয়ে তথ্য ফরম দিয়ে আসা হবে। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এ কাজে ব্যবহার করা হবে এবং তাদেরকে পারিশ্রমিক দেয়া হবে। ভোটারগণ বাড়ি থেকে ফরম পূরণ করে আনবে অথবা কেন্দ্রে গিয়ে ফরম পূরণ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে ভোটারগণ ফরম পূরণের জন্য নির্বাচন কমিশনের সহায়তা নিতে পারবে। তবে কেউ যদি অসুস্থতা, বার্ধক্য ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে ভোটার নিবন্ধন কেন্দ্রে যেতে অপারগ হন সেক্ষেত্রে বাড়ি গিয়েই তালিকার কাজ করা হবে।

শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে পাইলট প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণকক্ষ খোলা হবে। যে সকল নারী পুরুষ পাইলট প্রকল্পের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভোটার হবেন না, তারা নিয়ন্ত্রণ কক্ষে গিয়ে পরবর্তী সময়ে ভোটার হতে পারবেন।

প্রস্তাবিত পদ্ধতির পর্যালোচনা

আমরা নির্বাচন কমিশনের ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। আমরা কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের মাধ্যমে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি অন্তত ফরম পৌঁছে দেয়ার কর্মসুচির জন্য। তবে এখনো কশিমনের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমাদের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে।

গণদাবির প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন প্রাথমিকভাবে সকল ভোটারের জন্য ছবি সম্বলিত তালিকা তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেও, পরবর্তীতে কমিশন এ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার সম্ভাবনার কথা বলেছেন। অর্থাৎ কমিশনের সাম্প্রতিক বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ছবি না তুলেও এখন ভোটার হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরির পেছনের গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হলো যে, এর মাধ্যমে জাল ভোট এড়ানো যাবে। কিন্তু কমিশন যদি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তাহলে জাল ভোট ঠেকানো যাবে না, ফলে সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যাহত হবে। তবে এ সিদ্ধান্ত নির্বাচনের ওপর কতটুকু প্রভাব ফেলবে তা নির্ভর করবে কত শতাংশ ভোটার ছবি তোলা থেকে বিরত থাকবে। স্বার্থান্বেষী মহলের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে চক্রান্তমূলক আচরণের সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেয়া যায় না।

কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, ভোটারদের ক্যাম্পে এসে ছবি তুলে ভোটার হওয়ার মূল আকর্ষন হলো যে, এর ফলে তারা প্রত্যেকে একটি জাতীয় পরিচয়পত্র পাবেন। আর এ পরিচয়পত্র ব্যবহার করলে ভোটারদের পক্ষে অনেকগুলো নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সহজ হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো যে, এ সকল সুবিধা অনেক নাগরিকের জন্যেই, বিশেষত যারা দরিদ্র ও গ্রামে বাস করেন বহুলাংশে একটি বায়বীয় বিষয়। তাই জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে সহজে নাগরিক সুবিধা পাওয়ার আকর্ষণে সকল ভোটার কমিশন স্থাপিত ক্যাম্পে আসবেন তা ধরে নেয়া যায় না। এ ছাড়াও আমাদের আমলাতন্ত্র কি দীর্ঘসুত্রীতা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে হয়রানী করার তাদের দীর্ঘ দিনের অভ্যাস অতি সহজে ত্যাগ করবে?

উপরন্ত, জাতীয় পরিচয়পত্র দেয়া কমিশনের সংবিধান নির্ধারিত দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। আর জাতীয় পরিচয়পত্র শুধু মাত্র ভোটারদের দিলেই হবে? জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যিকার জাতীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হলে বয়স নির্বিশেষে সকল নাগরিকদের তা দিতে হবে। অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে বাদ দিয়ে পরিচয়পত্র দিলে তা জাতীয় পরিচয়পত্র হবে না। ক্যাম্প স্থাপনের পরিবর্তে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গেলেই সত্যিকারের জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান নিয়ে আরো কিছু গুরুতর শঙ্কাও রয়েছে। একটি নির্ভরযোগ্য পরিচয়পত্র তৈরি, যা সহজে নকল করা যাবে না, একটি ব্যয় বহুল বিষয়। আমরা কি ব্যয় বহুল পরিচয়পত্র প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করছি? সোয়াজিল্যান্ডের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, সহজে নকল করা যায় এমন পরিচয়পত্র প্রদানের মাধ্যমে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। পরিচয়পত্র ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হলে নকল পরিচয়পত্র তৈরির জন্য মানুষ উৎসাহিত হবে। এ ছাড়াও আমাদের আশংকা যে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের মত জটিল কাজে হাত দেয়ার ফলে, যে জটিলতার এবং কমিশনের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি হবে, তাতে কমিশন তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলো আর বাস্তবায়িত হবে না, যা জাতীর জন্য অমঙ্গল বয়ে আনবে।

কমিশনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে, ভোটারগণ যদি ভোট দিতে কেন্দ্রে আসতে পারেন, তা হলে তারা ছবি তোলার জন্যও ক্যাম্পে আসবেন। তবে ভোট দেয়া হয় একদিনে – একটি উৎসবমুখর পরিবেশে। এ জন্য রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের পক্ষ থেকে অনেক কর্মসুচি গ্রহণ করা হয়। হুমকি প্রদান থেকে শুরু করে তারা যানবাহনের ব্যবস্থা করে ভোটারদের কেন্দ্রে নিযে আসে, যদিও এগুলো বেআইনি কাজ। এ ছাড়াও অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট প্রদানের গড় হার ছিল ৭৫ শতাংশ যা ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রদত্ত ভোটের হার। আমরা কি ৭৫ শতাংশ ভোটারকে তালিকাভুক্ত করে সন্তুষ্ট হবো?

উপরন্তু কমিশন বলেছেন যে, যারা ক্যাম্পে এসে ছবি তুলবেন না, বিশেষত যারা বয়স্ক, অসুস্থ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী তাদেরকে কমিশনের পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার করা হবে। আমাদের আশংকা যে, এ সকল কারণে ভোটারদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ক্যাম্পে আসবেন না এবং তাদেরকে ভোটার করতে কমিশনের প্রতিনিধিদের অনেক বাড়িতেই যন্ত্রপাতি নিয়ে যেতে হবে। তাহলে সব বাড়িতে নয় কেন?

এ প্রসঙ্গে ভোটার তালিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিশন নির্ধারিত ১৮ মাস সময়সীমা সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলা যায়। ছবি ছাড়া যদি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির সুযোগ থাকে এবং একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোটার যদি ছবি না তোলে, তা হলে ভোটার তালিকা প্রণয়নে ১৮ মাস সময় লাগবে কেন? এ ছাড়াও কমিশনের মতে, সকল লজিস্টিকসের আয়োজন ও অন্যান্য আনুসাঙ্গিক প্রস্তুতির জন্য ৬ মাস সময় লাগবে, যা অত্যধিক বলে আমাদের মনে হয়। স্বল্পতম সময়ে একটি নির্ভূল ভোটার তালিকা তৈরি একটি জাতীয় অগ্রাধিকার, তাই ইচ্ছা করলে যন্ত্রপাতি কেনা-কাটা ও অন্যান্য প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা এড়ানো সম্ভব বলে আমাদের বিশ্বাস।

কমিশন প্রস্তাবিত পাইলট প্রজেক্টের মাধ্যমেও সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে না বলে আমাদের ধারণা। এ ব্যাপারে প্রযুক্তি ব্যবহারের পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় সময় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেলেও, কত শতাংশ ভোটার সত্যিকারার্থে ক্যাম্পে আসবেন না তা বলা দুরুহ হবে। কারণ এ পাইলট প্রকল্পের পেছনে কমিশনের এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ ব্যবহৃত হবে। এ ছাড়াও পাইলট প্রকল্প সম্পর্কে গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার এবং গণমাধ্যম কর্মীদের প্রতিনিয়ত উপস্থিতি প্রকল্পের ফলাফলের ওপর প্রভাব ফেলবে। এ ছাড়াও পাইলট প্রকল্পকে অর্থবহ করতে হলে আরো দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা আবশ্যক। একটি প্রকল্প হওয়া উচিত সেস্থানে যেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আরেকটি প্রকল্প হওয়া উচিত সকল যন্ত্রপাতি নিয়ে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যাওয়ার ভিত্তিতে।

পরিশেষে, একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিককে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। আর নাগরিকদের ভোটার হওয়া তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। তাই নাগরিকদেরকে ভোটার হওয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না এবং নির্বাচন কমিশনকেই সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দায়িত্ব নিতে হবে। ক্যাম্প স্থাপন করে তালিকা প্রস্তুত করতে গেলে অনেক ভোটার বাদ পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। এ কারণে আমরা নির্বাচন কমিশনকে ভোটার তালিকায় ছবি তোলার জন্য ভোটারদের বাড়ি বাড়ি না যাওয়ার সিদ্ধান্ত পূনর্বিবেচনার অনুরোধ জানাই । কমিশনকে আরো অনুরোধ জানাই ছবি সম্বলিত ভোটার তালিকা প্রণযনের প্রাথমিক সিদ্ধান্তে অটল থাকার জন্য। ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে দেশব্যাপি জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের যে কাজটি চলছে, তা কোন ভাবে কাজে লাগানো যায় কিনা সে সম্পর্কেও কমিশনকে ভেবে দেখার আহ্বান জানাই।